রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৪১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৯, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৯৩—৯১১	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৬১—১২৯১	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৬৯—১২৮৪	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ : ৩১ ভাদ্র ১৪৩২/১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০২৬.২৪.৩৮৪**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে জামালপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা-জোয়াদ আলী সরকার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারি হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারিরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী সৎসরে রোটারিরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসান মাহমুদুল ইসলাম
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০০১.২৪/৩১২**—সরকার, বিদ্যমান সকল ধরনের কর ব্যয়সমূহকে যৌক্তিকীকরণ, কর ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে "কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো Tax Expenditure Policy and Management Framework (TEPMF)" প্রণয়ন করেছে এবং উক্ত নীতিমালাটি মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২। অনুমোদিত "কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থানা কাঠামো Tax Expenditure Policy and Management Framework (TEPMF)" সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য নির্দেশক্রমে জারি করা হলো।

৩। এই নীতিমালাটি **১** জুলাই ২০২৫ খ্রিঃ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

১.০ প্রেক্ষাপট

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। এই বহুল প্রত্যাশিত উত্তরণ মূলত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিফলন। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণের এই ঐতিহাসিক অধ্যায়ে বাংলাদেশের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে অবারিত সুযোগ এবং অপার সম্ভাবনা। স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত গওয়ার এই প্রক্রিয়ায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে বহুবিধ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও উৎসের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা, দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা। বাংলাদেশ-আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং নীতিগত কাঠামো যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, শক্তিশালী ও সুসংহত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

পৃথিবীর সকল দেশের মতো বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর ব্যবস্থাপনা একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামক। সুসংহত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের যে লক্ষ্যের দিকে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে, দেশের কর ব্যবস্থপনাকে সেই লক্ষ্যপূরণে সহায়ক রূপে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর, মধ্যম আয়ের দেশের জন্য উপযোগী একটি শক্তিশালী, উন্নয়নমূলক এবং সুসংহত কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশের রাজস্ব খাতের ব্যবস্থাপনায় যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে তা একটি বর্ধনশীল অর্থনীতির চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়। বিশেষত, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য যে অর্থনৈতিক কাঠামো প্রয়োজন তার জন্য বর্তমান কর ব্যবস্থাপনা এখনো যথাযথ নয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজস্ব নীতি এবং রাজস্ব প্রশাসন এর উন্নয়ন এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি করা অতীব জরুরি, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি সমতাভিত্তিক শক্তিশালী অর্থনীতি নিশ্চিত করা যায়, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের পরবর্তীকালে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য এবং দেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালী ও সুসংহত করার জন্য, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো [Tax Expenditure Policy and Management Framework (TEPMF)] তৈরি করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিদ্যমান কর ব্যয় (Tax Expenditure) পদ্ধতিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এই কর ব্যয় নীতিমালা ও উহার ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য হলো কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এব পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা নিশ্চিতকরণ। করা ব্যয় নীতিমালাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন কর হলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়া সমতাভিত্তিক হবে এবং রাজস্ব খাতে যেসকল অসম নীতি রয়েছে তা দূরীভূত হবে।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

TEPMF এর মূল লক্ষ্য হল সরকারের কর ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করা যাতে কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উহার কার্যকারিতা পরিমাপ করা যায়। TEPMF এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ বিদ্যমান সকল ধরনের কর ব্যয়সমূহকে যৌক্তিকীকরণ, কর ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি;

২.২ করনীতি সংশ্লিষ্ট একটি কাঠামো প্রণয়ন, যাতে করে জাতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতির সাথে প্রদত্ত কর অব্যাহিত সুবিধাসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়;

২.৩ যে সকল কর অব্যাহতি সুবিধা নতুন করে দেয়া হবে সেগুলির সর্বোচ্চ মেয়াদকাল পাঁচ বচর নির্ধারণ করা এবং যে লক্ষ্যে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা অর্জিত না হলে বিদ্যমান অব্যাহতি সুবিধার সময়কাল বৃদ্ধি না করা;

২.৪ একটি সহজ, স্বচ্ছ এবং বিধিবদ্ধ আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে রাজস্ব নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা;

২.৫ জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। কোনো

৩.০ **কর ব্যয় এর সংজ্ঞা**

কর ব্যয় (Tax Expenditure) হলো কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা করদাতাগণকে অর্থনৈতিক বা সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কোনো কর অব্যাহতি, সংকুচিত করহার, কর দায়ভারের বিলম্বিতকরণ (deferral of tax liability) অথবা অনুরূপ কোনো কর সুবিধা প্রদানের ফলে যে পরিবার কর কম আদায় হয় তার সমষ্টি। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদর্শ অবস্থান হতে রাজস্ব কাঠামোর যে কোনো পরিবর্তন যার মাধ্যমে সাধারণভাবে সকল করদাতা অথবা কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রম/খাত সংশ্লিষ্ট করদাতা, কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী করদাতা, কিছু বিশেষ পেশায় নিয়োজিত করদাতা, কোনো সুনির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত/গৃহস্থালির আওতাভুক্ত করদাতা অথবা অনুরূপ বিভিন্ন বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করদাতাগণকে প্রদত্ত সকল কর অব্যাহতি কর ব্যয় (Tax Expenditure) হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই নীতিমালার আওতায় কর ব্যয় বলতে বিদ্যমান কর আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান, যেমন এসআরও বা আদেশ এর মাধ্যমে প্রণীত বিভিন্ন আইনানুগ কার্যক্রমের মাদ্যমে মূল্য সংযোজন কর, কাস্টমস ডিউটি, আয়কর ও আবগারি কর ব্যবস্থায় প্রদত্ত সকল কর ছাড়কে বুঝাবে। তবে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ অগ্রীম আয়কর বিধায় উক্ত উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহের হার হ্রাস/বৃদ্ধি কর ব্যয় এর আওতাভুক্ত হবে না।

৪.০ অনুমোদনকারী ও তদারককারী কর্তৃপক্ষ

৪.১ কর ব্যয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

(ক) আয়কর আইন, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন এবং কাস্টমস আইনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রদত্ত কর অব্যাহতি প্রদানের সকল ক্ষমতা রহিত করা হবে।

(খ) বার্ষিক জাতীয় বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, বিভিন্ন কর আইন সংশ্লিষ্ট যে কোনো কর ব্যয় অনুমোদনের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হবে জাতীয় সংসদ। সংসদ না থাকলে কর ব্যয় সংক্রান্ত বিধান জারির ক্ষমতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নিকট ন্যস্ত থাকবে।

(গ) বৃহত্তর জনস্বার্থে অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা প্রয়োজনে, মন্ত্রীপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সাময়িক কর ব্যয় অনুমোদন করতে পারবেন। উক্তরূপে অনুমোতিদ কোনো কর ব্যয় যে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুমোদন করা হবে তার মেয়াদ কোনো ক্রমেই জারির তারিখ হতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের শেষ দিনের অতিরিক্ত হবে না। কোনো কর ব্যয়কে যে অর্থবছরে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে ছাড় দেওয়া হয়েছে, সে, অর্থবছরের পরেও উক্ত কর ব্যয় কার্যকর রাখতে হলে তা জাতীয় সংসদের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন বা নীতিমালার আওতায় শুল্ক-কর অব্যাহতির বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ আদেশ জারি অথবা কোনো সরকারি সংস্থা বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বা কোনো স্বেচ্ছাসেবী ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো বিদেশি সরকার বা সংস্থা হইতে দান বা অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত পণ্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত নয় এরূপ পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক-কর অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে, বিশেষ আদেশ জারির ক্ষেত্রে কর ব্যয় নীতিমালা প্রযোজ্য হবে না।

৪.২ **তদারককারী কর্তৃপক্ষ**

অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা কর্তৃক জাতীয় সংসদে একটি বাৎসরিক কর ব্যয় (Tax Expenditure) প্রতিবেদন উপস্থাপিত হবে। উক্ত প্রতিবেদনে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-কর ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং বিদ্যমান কর ব্যয়সমূহের মধ্যে প্রতিবছর কমপক্ষে এক পঞ্চমাংশের ফলাফল মূল্যায়ন, যাতে করে প্রতিটি কর ব্যয়কে প্রতি পাঁচ বছরের মধ্যে কমপক্ষে একবার মূল্যায়ন করা যায় এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়।

৫. কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো

৫.১ নীতিগত কাঠামো

৫.১.১ প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং কাঠামো নির্ধারণ

কোনো কর ব্যয় উপস্থাপন, সংশোধন, রহিতকরণ, পরিবর্ধন বা এর কাঠামো নির্ধারণ এর দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে, এবং এরূপে প্রণীত কর ব্যয়সমূহ সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা কর্তৃক জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে।

৫.১.২ **পরামর্শকরণ**

কোনো কর ছাড় প্রস্তাবনা উত্থাপন, সংশোধন, পরিবর্ধন বা বাতিলের পূর্বে অর্থমন্ত্রী/ অর্থ উপদেষ্টা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী অংশীজনের সাথে পরামর্শ করবেন। এছাড়াও, জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি ও অন্যান্য নীতিগত বিষয়ের সাথে কর ব্যয়সমূহ যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা তদারকি করবেন।

৫.১.৩ আইনগত ভিত্তি

(ক) কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থানা কাঠামো (TEPMF) এর আইনানুগ বাস্তবায়নের জন্য সকল কর ব্যয়সংশ্লিষ্ট বিদানসমূহ অর্থ বিলের সাথে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে। জাতীয় সংসদে কর্তৃক কর ব্যয়সমূহ অনুমোদনের পর যতদুর সম্ভব সংশ্লিষ্ট কর আইনসমূহে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অনুচ্ছেদ ৪.১ (গ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোনোরূপ কর ব্যয় অনুমোদন করা যাবে না। তবে এরুপে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত করব্যয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি বিধানসমূহের জন্য পৃথকভাবে প্রজ্ঞাপন জারি করা যাবে।

(খ) প্রজ্ঞাপন বা আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত যে সকল বিদ্যমান কর ব্যয়ের কোনো মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিখ নির্ধারিত নেই, সেসকল কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট সকল প্রজ্ঞাপন বা আদেশ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০ জুন ২০২৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে জাতীয় সংসদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সে সকল কর ব্যয়সমূহ অনুমোদন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা রহিতকরণ করা হবে।

(গ) অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা ব্যতীত অন্য কোনো মন্ত্রী, সরকারি কোনো মন্ত্রী, সরকারি কোনো দপ্তর বা সংস্থা, কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট কোনো বিধান জাতীয় সংসদে অনুমোদনের লক্ষ্যে কর সংশ্লিষ্ট বিল বা অর্থবিলে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে আইনানুগভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন না। কোনো কর ছাড় সুবিধাকে ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকারিতা দেয়া হবে না।

(ঘ) কোনো ব্যক্তি/সত্তার কোনো নির্দিষ্ট আয়ের উৎসেব বিপরীতে, কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য, আইনের মাধ্যমে কোনো কর ছাড় প্রদান করা হলে, সেই ব্যক্তি/ সত্তা পরবর্তীতে অন্য কোনো পদ্ধতিতে উক্ত নির্দিষ্ট আয়ের উৎসের বিপরীতে কর ছাড় প্রাপ্য হবেন না। এছাড়াও উক্ত ব্যক্তি/সত্তা যদি কোনো ধরনের একীভূতকরণ, বিভক্তিকরণ বা অধিগ্রহণের মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করেন, তাহলে তিনি বিদ্যমান কর ছাড় প্রাপ্য হবেন না।

(ঙ) আন্তর্জাতিক কনভেনশন, দ্বিপক্ষীয়/বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি, কর সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি, দ্বৈতকর পরিহার সংক্রান্ত কোনো চুক্তির আওতায় অনুমোদিত কর ছাড়সমূহ এবং কর আইনসমূহ এই নীতিমালার উপর প্রাধান্য পাবে।

৫.১.৪ বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ

(ক) কর ছাড় সংক্রান্ত সকল প্রস্তাবনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হতে হবে, এবং এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ আবশ্যিকভাবে সরকারের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত বা অন্য যেকোনো নীতির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত হতে হবে।

(খ) জাতীয় সংসদের নিকট উত্থাপিত কর ছাড় সংক্রান্ত প্রতিটি প্রস্তাবনার সাথে আবশ্যিকভাবে উক্ত কর ছাড়ের কারণে প্রাপ্ত সুবিধা এবং রাজস্ব ছাড়ের পরিমাণ এবং উক্তরূপ রাজস্ব ছাড়ের বন্টনজনিত প্রভাব (distributional impact) সুস্পষ্টভাবে বিবৃত থাকতে হবে।

৫.১.৫ সূর্যাস্ত বিধান বা সানসেট ক্লজ (Sunset Clause)

(ক) কর ব্যয় ব্যবস্থার প্রতিটি বিধান নির্দিষ্ট সময় পর পর মূল্যায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, নতুনভাবে অনুমোদিত প্রতিটি কর ব্যয় বিধানের সাথে সানসেট ক্লজ বা কর সুবিধা সমাপ্তির সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ থাকবে। বিদ্যমান আইনে অনির্দিষ্টকালের জন্য যে সকল কর অব্যাহতি সুবিধা দেয়া আছে জাতীয় সংসদের অনুমোদনক্রমে সে সকল কর অব্যাহতি সুবিধা অনির্দিষ্টকালের জন্য চালু রাখা যাইবে।

(খ) কর ব্যয় নীতিমালা কার্যকর হবার পর নতুন করে কোনো কর সুবিধা সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রদান করা হলে তার মেয়াদকাল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতিত পাঁচ বছর এর অধিক হবে না। তবে, জনস্বার্থে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(গ) সাধারণভাবে, কোনো কর সুবিধা সংক্রান্ত বিধি বিধানে উল্লিখিত মেয়াদকাল বৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিত করা হবে। তবে, নির্দিষ্ট মেয়াদ কালের পরেও কোনো কর সুবিধার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে কর সুবিধার কার্যকর ফলাফল এবং কর ব্যয়ের পরিমাণ পর্যালোচনার ভিত্তিতে সময়বৃদ্ধির আইনানুগ ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত থাকবে:

৫.২ কর ব্যয় ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

কর ব্যয় ব্যবস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

(ক) অংশীজনের প্রয়োজন মোতাবেক কর ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহকরণ এবং আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর ব্যয়সমূহের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন;

(খ) কর ব্যয় ব্যবস্থার সকল তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;

(গ) কর ছাড়ের সুবিধাসমূহ আইনানুগভাবে যেসকল ব্যক্তি প্রাপ্য হবেন, সে সকল ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি যাতে উক্ত কর ছাড়ের সুবিধা দাবি করতে না পারেন, তার জন্য একটি বিশেষায়িত যাচাইকরণ পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঘ) কর ব্যয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ও কেন্দ্রীয় অডিট কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নসহ এই সিস্টেমে বিভিন্ন নিরীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(ঙ) একটি সুষম ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক ও বিচারিক শাস্তি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, যার মাধ্যমে অবৈধ সুবিধাভোগীদের যথাযথ শাস্তি প্রদান নিশ্চিতকরণ।

৫.৩ **কর ব্যয় প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং কর ব্যয় প্রাক্কলন কাঠামো**

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় সংসদের নিকট বাৎসরিক কর ব্যয় প্রতিবেদন উপস্থাপিত হবে;

(খ) কর ব্যয় এর কাঠামো নির্ধারণ, প্রাক্কলন ও পরিবীক্ষণ এর জন্য প্রতিটি কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট কাঙ্খিত সীমা (Benchmark) সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হতে হবে, যাতে এই বেঞ্চমার্কের বিপরীতে পরিমাপকৃত বিচ্যুতিসমূহ সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় ;

(গ) কর ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য রাজস্ব হ্রাস পদ্ধতি (Revenue Foregone Method) ব্যবহার করা হবে। এই পদ্ধতিতে কর ব্যয় হিসাব করা সম্ভব না হলে যে রাজস্ব আদায় হতো, কর ব্যয় বাস্তবায়নের ফলে তা থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব কম আদায় হয়েছে সেই পরিমাণকে কর ব্যয় হিসেবে প্রাক্কলন করা যাবে। এক্ষেত্রে কর ধার্য করা বা না করার কারণে করদাতাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কোনো পরিবর্তন বিবেচনায় নেয়া যাবে না।

৬. **কার্যকারিতার তারিখ**

এই নীতিমালা ১ জুলাই ২০২৫ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৪১১.১১.০০০১.২৪-৩২০**—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯-এর ধারা ৯(১)(গ)-এর বিধান অনুযায়ী জীবন বীমা কর্পোরেশন-এর পরিচালনা বোর্ডে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে পরিচালক হিসেবে ইতোপূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ড. জিয়াউল আবেদীন (পরিচিতি নম্বর-৬৫৪১), অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ-এর স্থলে মিজ নুরজাহান খানম (পরিচিতি নম্বর-১৫৬১৫), যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ-কে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ৩(তিন) বছর অথবা অর্থ বিভাগে চাকুরিরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার
উপসচিব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ ভাদ্র, ১৪৩২/৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-৩৯৪**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১০(১)(ঘ) অনুযায়ী অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে উক্ত বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. জিয়াউল আবেদীন এর স্থলে জনাব কে এম আলী আযম, যুগ্মসচিব-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অপরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ ভাদ্র ১৪৩২/২৪ আগস্ট ২০২৫

নং **৪৩.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০৩.২১(অংশ-২)/৯৭**—ননট্যাক্স রেভিনিউ-৩ অধিশাখা, ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৮ জুলাই ২০২৫ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.০০০.১৪৫.২২.০০০২.২২.৩৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার সেবার বিনিময় ফি এর সমন্বয়পূর্বক হালনাগাদকরণের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলো :

জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার উইংয়ের সেবাসমূহের সমন্বিত ফি নির্ধারণ

(ক) ফটোকপি, স্ক্যানিং/প্রিন্টিং ক্যামেরা স্ন্যাপ ও সদস্য সংক্রান্ত ফি—

ক্রমিক	ফি এর বিষয়		ফি/চার্জ (টাকায়)	নবায়ন ফি (টাকায়)
০১।	(ক) ফটোকপি	(১) বই (প্রতি পৃষ্ঠা)	৫/-	-
		(২) গেজেট/নথিপত্র (প্রতি পৃষ্ঠা)	১০/-	-
		(৩) পত্রিকা (প্রতি পৃষ্ঠা)	১০/-	-
	(খ) স্ক্যানিং ও প্রিন্টিং	(১) বই (প্রতি পৃষ্ঠা)	১০/-	-
		(২) গেজেট/নথিপত্র (প্রতি পৃষ্ঠা)	২০/-	-
		(৩) পত্রিকা (প্রতি পৃষ্ঠা)	২০/-	-
	(গ) ক্যামেরা স্ন্যাপ	বই, গেজেট, নথি, পত্রিকা(প্রতি পৃষ্ঠা)	৫/-	
	(ঘ) স্ক্যানিং	বই, গেজেট, নথি, পত্রিকা (প্রতি পৃষ্ঠা)	১০/-	
০২।	পাঠক/গবেষকগণের সদস্য ফি	(১) পাঠক	২০০/-	১৫০/-
		(২) গবেষক	৫০০/-	৪০০/-
		(৩) বিদেশি গবেষক	২০০০/-	২০০০/-
০৩।	পরিদর্শন ফি (জনপ্রতি)	(ক) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য	০০/-	
		(খ) শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির জন্য (জনপ্রতি)	২০/-	

(খ) **অডিটোরিয়াম ভাড়া (জাতীয় আরকাইভস) সংক্রান্ত ফি—**

ক্রমিক	ফি এর বিষয়				মন্তব্য
		ভাড়া (টাকায়)	ভ্যাট ১৫%	মোট(৬+৭)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
০১।	জাতীয় আরকাইভস অডিটোরিয়াম ভাড়া (সাইন্ড সিস্টেমসহ) পূর্ণ দিবস সকাল-৯টা থেকে বিকাল ৫ টা	২৫,০০০/-	৩,৭৫০/-	২৮,৭৫০/-	অতিরিক্ত প্রতি ঘন্টার জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা। তবে অতিরিক্ত সময় ০২ ঘন্টার অধিক হলে অর্ধ দিবসের সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
০২।	জাতীয় আরকাইভস অডিটোরিয়াম ভাড়া (সাইন্ড সিস্টেমসহ) অর্ধদিবস সকাল-৮টা থেকে দুপুর ১২ টা অথবা বিকাল ২ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা	১৫,০০০/-	২,২৫০/-	১৭,২৫০/-	অতিরিক্ত প্রতি ঘন্টার জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা। তবে অতিরিক্ত সময় ০২ ঘন্টার অধিক হলে অর্ধ দিবসের সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
০৩।	জামানত (ফেরতযোগ্য)	১৫,০০০/-	-	১৫,০০০/-	
০৪।	**ক. অনুষ্ঠান চলাকালীন সার্ভিস চার্জ (পূর্ণ দিবস)**	**৩,০০০/-**	**-**	**৩,০০০/-**	
	খ. অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সার্ভিস চার্জ (অর্ধ দিবস)	**২,০০০/-**	**-**	**২,০০০/-**	

(গ) অডিটোরিয়াম ভাড়া (জাতীয় গ্রন্থাগার) সংক্রান্ত ফি—

ক্রমিক	ফি এর বিষয়				মন্তব্য
		ভাড়া (টাকায়)	ভ্যাট ১৫%	মোট (৩+৪)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
০১।	জাতীয় গ্রন্থাগার অডিটোরিয়াম ভাড়া (পূর্ণ দিবস) সকাল-৯টা থেকে বিকাল-৫টা	১৬,০০০/-	২,৪০০/-	১৮,৪০০/-	অতিরিক্ত প্রতি ঘন্টার জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা। তবে অতিরিক্ত সময় ০২ ঘন্টার অধিক হলে অর্ধ দিবসের সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
০২।	জাতীয় গ্রন্থাগার অডিটোরিয়াম ভাড়া (অর্ধ দিবস) সকাল-৮টা থেকে দুপুর ১২ টা অথবা বিকাল ২ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা	১০,০০০/-	১,৫০০/-	১১,৫০০/-	অতিরিক্ত প্রতি ঘন্টার জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা। তবে অতিরিক্ত সময় ০২ ঘন্টার অধিক হলে অর্ধ দিবসের সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
০৩।	জামানত (ফেরতযোগ্য)	১০,০০০/-	-	১০,০০০/-	
০৪।	ক. অনুষ্ঠান চলাকালীন সার্ভিস চার্জ (পূর্ণ দিবস)	৩,০০০/-	-	৩,০০০/-	
	খ. অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সার্ভিস চার্জ (অর্ধ দিবস)	২,০০০/-	-	২,০০০/-	

(ঘ) ISBN সংক্রান্ত ফি

ক্রমিক	ফি এর বিষয়		ফি (টাকায়)
০১।	ISBN (QR কোডসহ)	প্রতি ISBN	২০০/-

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপনটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শিউলী হরি
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

২৭ শ্রাবণ ১৪৩২/১১ আগস্ট ২০২৫

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৬.২৪.১৩৯**—যেহেতু, জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন (পরিচিতি নং-৬০২২২৮), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সৃষ্ট সংরক্ষিত (সিভিল) পদ এর অনুকূলে এ বিভাগের সওজ সংস্থাপন-১ শাখার ২৫-১০-২০২৩ তারিখের ৩৫.০২২.০১০.০০.০০.০২৮.২০১২-৬৫৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে ২৬-১০-২০২৩ হতে ০৯-১১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অথবা নিকটবর্তী সময়ে ১৫ (পনের) দিনের প্রচলিত শর্তে বহিঃবাংলাদেশ ছুটি (অর্জিত ছুটি) মঞ্জুর করা হয় ;

০২। যেহেতু, জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন (পরিচিতি নং-৬০২২২৮) এর ছুটির মেয়াদ গত ০৯-১১-২০২৩ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে এবং তিনি গত ১০-১১-২০২৩ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান করেননি;

০৩। যেহেতু, প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়ের ১৩-১২-২০২৩ তারিখের ৩৫.০১.০০০০.১৫০.১৮.০০৫.১২-১৫৭৬ নং স্মারকে প্রধান কার্যালয়ে গত ১৭-১২-২০২৩ তারিখে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হলেও তিনি উপস্থিত হননি;

০৪। যেহেতু, জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন (পরিচিতি নং-৬০২২২৮) ১০-১১-২০২৩ তারিখ থেকে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে কর্তব্য কাজে অবহেলা, উদাসীনতা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রতিপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন-যা সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ (খ) ও ২(চ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর সামিল এবং গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য অপরাধ;

০৫। যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য তাঁকে একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে ০৯/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

০৬। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় উল্লিখিত বিধিমালার আওতায় চাকুরি হতে কেন তাঁকে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না সে মর্মে ০১-০৪-২০২৪ তারিখে রেজিস্টার্ড/এডি সহযোগে তাঁর সম্ভাব্য সকল ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করতঃ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি নির্ধারিত সময়ে জবাব দাখিল করেন নি;

০৭। যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রাক্তন উপসচিব জনাব এ এম এম রিজওয়ানুল হক (বর্তমানে: সচিব (উপসচিব), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ) কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৮। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৫-০৬-২০২৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন (পরিচিতি নং-৬০২২২৮), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

০৯। যেহেতু, জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন (পরিচিতি নং-৬০২২২৮), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) এ বর্ণিত যে কোনো একটি গুরুদণ্ড কেন আরোপ করা হবে না সে মর্মে একই বিধিমালার বিধি ৭(৯) মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদনে প্রেরণ পূর্বক তাকে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো হয়।

১০। যেহেতু, জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন (পরিচিতি নং-৬০২২২৮), এর নিকট হতে নির্ধারিত সময়ে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব পাওয়া যায়নি। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (ঘ) মোতাবেক "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

১১। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন কে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" এর সিদ্ধান্তের সাথে ০৪-০৫-২০২৫ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১১৩.৩৪.০০৫.২৫-৩৭ নং স্মারকে একমত পোষণ করে এবং তাকে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়টির সার-সংক্ষেপ মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

১২। সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন (পরিচিতি নং-৬০২২২৮), নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সৃষ্ট সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো।

১৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ গত ১০-১১-২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪৩২/১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৮.২২-৩৬২**—যেহেতু, জনাব ফারজানা রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), যশোর গণপূর্ত বিভাগ, সাবেক যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোরে কর্মরত থাকা অবস্থায় 'কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থানকৃত নির্মাণ কাজের Scope of Work কমিয়ে প্রাক্কলন অনুমোদনের সুপারিশের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০২/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৫-০৯-২০২২ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবের আলোকে গত ০৬-১০-২০২২ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেন দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে, 'কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থানকৃত নির্মাণ কাজের Scope of Work কমিয়ে প্রাক্কলন অনুমোদনের সুপারিশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুনরায় বিস্তারিত তদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল মতিনকে আহবায়ক, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খানকে সদস্য এবং উপসচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আওয়ালকে সদস্য-সচিব করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত জনাব ফারজানা রহমান, তৎকালীন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর-এর জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত নয় বিধায় তাকে এ জন্য দায়ী করা যায় না মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

০৩। সেহেতু, জনাব ফারজানা রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), যশোর গণপূর্ত বিভাগ, সাবেক যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর-এর বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০২/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩৫.২০১৯-৩৬৩**—যেহেতু, জনাব মোসাঃ শাহনাজ আখতার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম পিএন্ডডি বিভাগ, রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০. ০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের সাথে সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ২০/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি ২০-১০-২০১৯ তারিখ প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং ১৯-০১-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অতঃপর, উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোসাঃ শাহনাজ আখতার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), রাজশাহী গণপূর্ত পিএন্ডডি বিভাগ, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ০১-০৬-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ৩০-০৬-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোসাঃ শাহনাজ আখতারকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন।

০৪। সেহেতু, জনাব মোসাঃ শাহনাজ আখতার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম এমআইএস বিভাগ-১, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম পিএন্ডডি বিভাগ, রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'বার্ধতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি বিধি-মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩২.২০১৯-৩৬৪**—যেহেতু, জনাব খোরশেদা ইয়াছরিবা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭. ৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০৬/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৬-১০-২০১৯ তারিখ প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং গত ১৪-১১-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অতঃপর উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব খোরশেদা ইয়াছরিবা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

০৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ২৮-০৫-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৬-০৬-২০২৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ক) অনুযায়ী তাকে 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব খোরশেদা ইয়াছরিবা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ক) অনুযায়ী তাকে 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

০৪। সেহেতু, জনাব খোরশেদা ইয়াছরিবা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), রাজশাহী গণপূর্ত সার্কেল, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (ক) অনুযায়ী 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪৩২/০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০০৪.১১-১০৫**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩৮ এর উপধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এ নির্ধারিত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্য, "প্রেট্রোল পাম্প" শিল্প সেক্টরের মালিক পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জনাব সৈয়দ সাজ্জাদুল করিম (জাতীয় পরিচয় পত্র নং-৬৮৬৩২৭০০৬৯, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫-৮৫১৩৭৩, ০১৯১৩-৮২৪৭০৮), চেয়ারম্যান, করিম গ্রুপ অফ কোম্পানী; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, করিম পেট্রোলিয়াম লিঃ, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানাঃ মেহেরুন ভিলা, ৩১, কারবালা রোড কোতয়ালী, যশোর-কে এতদ্বারা নিম্নতম মজুরী বোর্ড এর সদস্য নিয়োগ করিল।

তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪৩২/১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৯.০০২.১৬-১০৭**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩৮ এর উপধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এ নির্ধারিত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্য, "জাহাজ ভাঙ্গা" শিল্প সেক্টরের শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জনাব মোহাম্মদ আলী (জাতীয় পরিচয় পত্র নং-৭৮০০৬৮৯১৮৯, মোবাইল নম্বর: ০১৮১৯৩০৬২০৯), সাধারণ সম্পাদক, রাইজিং স্টীল লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-চট্ট-২৬৬৬), স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রাম/রাস্তা-আলীর বাড়ী, বোয়ালিয়া কুল, ডাকঘর-বাঁশবাড়িয়া-৪৩১৩, থানা-সীতাকুন্ড, জেলা-চট্টগ্রাম-কে এতদ্বারা নিম্নতম মজুরী বোর্ড এর সদস্য নিয়োগ করিল।

নং **৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৩.০০৭.২৩-১০৮**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন "পোল্ট্রি" শিল্প সেক্টর, অতঃপর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিল-ক ও তফসিল-খ তে বর্ণিত মজুরির হারকে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, যথাক্রমে উক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য নিম্নতম মজুরি হার হিসাবে ঘোষণা করিল, যথাঃ—

তফসিল "ক"

শ্রমিকগণের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হার

ক্র. নং	শ্রমিক শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	**গ্রেড-১:** ১। হ্যাচারী অপারেটর ২। পোল্ট্রি অপারেটর	১৪,০০০/-	৭,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	২৩,০০০/-
২।	**গ্রেড-২:** ১। সুপারভাইজার (হ্যাচারী, পোল্ট্রি, ফিড মিল) ২। পোল্ট্রি টেকনিশিয়ান ৩। সহকারী হ্যাচারী অপারেটর ৪। প্যালেটিং অপারেটর ৫। সহকারী অপারেটর	১২,০০০/-	৬,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	২০,০০০/-
৩।	**গ্রেড-৩:** ১। ডে ওল্ড চিক গ্রেডার ২। র'ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলার ৩। মিক্সিং অপারেটর ৪। জুনিয়র টেকনিশিয়ান ৫। সহকারী সুপারভাইজার (হ্যাচারী, পোল্ট্রি, ফিড মিল)	১০,০০০/-	৫,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৭,০০০/-
৪।	**গ্রেড-৪:** ১। পোল্ট্রি এটেনডেন্ট ২। লিটার পরিস্কারক ৩। খাদ্য পরিবেশনকারী ৪। প্যাকার ৫। ডে ওল্ড চিক প্যাকার ৬। ডিম সংগ্রহকারী ৭। সাধারণ শ্রমিক/হেলপার	৭,৫০০/-	৩,৭৫০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৩,২৫০/-
৫।	**শিক্ষনবিশ শ্রমিক:**	(ক) শিক্ষানবিশিকাল ৩ (তিন) মাস। তবে শর্ত থাকে যে, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশিকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে, যদি কোনো কারণে প্রথম ৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিশিকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়। (খ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে = ৯,৫০০/- (নয় হাজার পাঁচশত) টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (গ) শিক্ষানবিশিকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।				

তফসিল "খ"

কর্মচারীগণের জন্য মাসিক নিম্নতম মজুরি হার

ক্র. নং	কর্মচারী শ্রেণিবিভাগ (গ্রেড) ও পদবিন্যাস	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	**গ্রেড-১:** ১। সহকারী নিউট্রিশনিস্ট ২। কম্পাউন্ডার ৩। একাউনটেন্ট ৪। সহকারী অফিসার/জুনিয়র অফিসার	১৪,০০০/-	৭,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	২৩,০০০/-
২।	**গ্রেড-২:** ১। স্টোর কিপার ২। ক্যাশিয়ার ৩। অফিস সহকারী ৪। ড্রাইভার	১২,০০০/-	৬,০০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	২০,০০০/-
৩।	**গ্রেড-৩:** ১। পিয়ন ২। দারোয়ান ৩। নাইটগার্ড ৪। বাবুর্চি	৯,৮০০/-	৪,৯০০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৬,৭০০/-
৪।	**গ্রেড-৪:** ১। সহকারী বাবুর্চি	৭,৫০০/-	৩,৭৫০/-	১৫০০/-	৫০০/-	১৩,২৫০/-
৫।	**শিক্ষানবিশ কর্মচারী:**	(ক) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ কর্মচারী মাসিক সর্বসাকুল্যে = ৯,৫০০/- (নয় হাজার পাঁচশত) টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (খ) শিক্ষানবিশিকাল ০৬ (ছয়) মাস। (গ) শিক্ষানবিশিকাল সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।				

শর্তাবলি

১। এই তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি হার বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "পোল্ট্রি" শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। এই তফসিলে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে, উহা যথাযথ শ্রেণিতে/গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৩। তফসিলে উল্লিখিত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ বর্তমানে যে গ্রেডে কর্মরত আছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরি কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। কোনো শ্রমিক ও কর্মচারীকে নিম্নতর গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৪। সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া সংশ্লিষ্ট মজুরি রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরি স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিল "ক" ও তফসিল "খ" এ উল্লিখিত মজুরি মাসিক নিম্নতম মজুরি হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রদান করা যাইবে না। এছাড়া উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা অধিক হারে মজুরি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৬। নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে/এককভাবে বা শ্রমিকপক্ষের সাথে যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক/কর্মচারীগণকে অধিক হারে মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, উক্ত শ্রমিকও, "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫)" অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন। কোনো শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে, সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। ঠিকাদার, নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক শ্রমিকের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি কোনোক্রমেই প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। শর্ত (৭) এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার, "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা১৬১" এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। উক্ত শিল্প সেক্টরের কোনো মালিক যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) অথবা দৈনিক ভিত্তিক (Time rate/Daily Basis) মজুরি প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিলে উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরির হার এইরূপে সংশোধন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা, কম মজুরি প্রাপ্ত না হন।

১০। তফসিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও শ্রমিক/কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইয়া থাকেন, তাহা, "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬" এর ধারা ২(১০), ধারা ১০৮ এবং ধারা ৩৩৬ এর বিধান মোতাবেক বলবৎ থাবিবে।

১১। তফসিলে উল্লিখিত "নিম্নতম মজুরি" সমন্বয়সহ ০১ (এক) বৎসরের কর্মকাল অতিক্রান্তে শ্রমিক/কর্মচারীগণের মূল মজুরি ইতোমধ্যে প্রাপ্ত মজুরির ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। পরবর্তী বৎসরেও উহা একই হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা: যদি একজন শ্রমিকের মূল মজুরি ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা হয়; তবে এক বৎসর কর্মরত থাকার পর তাহার বাৎসরিক মজুরি ৫% হারে বৃদ্ধি পাইয়া মূল মজুরি ৭,৮৭৫/- (সাত হাজার আটশত পঁচাত্তর) টাকা হইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ মূল মজুরি ৭,৮৭৫/- (সাত হাজার আটশত পঁচাত্তর) টাকার ৫% বৃদ্ধি পাইয়া ৮,২৬৮.৭৫ (আট হাজার দুইশত আটষট্টি টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা হইবে।

১২। উক্ত শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক/কর্মচারীগণ "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫" এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি অনুযায়ী ভাতাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

১৩। মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের শ্রমিক/কর্মচারীগণ এর মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

১৪। উক্ত সেক্টরের মালিকগণ যদি শ্রমিক-কর্মচারীগণের সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে আবাসন সুবিধা প্রদান করিয়া থাকেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবাসন সুবিধা গ্রহণকারী শ্রমিক/কর্মচারীগণের জন্য বাড়ী ভাড়া ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐক্যমতের ভিত্তিতে উপযুক্ত পরিমাণে নির্ধারিত হইবে।

১৫। এই প্রজ্ঞাপনে কোনো অংশ বাংলাদেশে প্রচলিত "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫" এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে উক্ত অংশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার ইয়াসমিন
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ ভাদ্র ১৪৩২/১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১০.২২-০৯**—পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে বি.সি.এস. (পররাষ্ট্র বিষয়ক) ক্যাডার-এর ২০ তম ব্যাচের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১২৪-ক ধারার বিধান মোতাবেক নিয়মিত মামলা রুজু করার লক্ষ্যে এজাহার (FIR) দায়ের করার নিমিত্ত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারামতে সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: শফিউল আলম
সহকারী সচিব।

পুলিশ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪৩২/১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৫.১৮.০০১.১৯-২০৪**—ইতোমধ্যে যে সকল পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে নিজ কর্মস্থল হতে পলায়ন করায় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এরূপ ০৭ (সাত) জন পুলিশ সদস্যের অনুকূলে প্রদত্ত পুলিশ পদক নির্দেশক্রমে প্রত্যাহার করা হলো।

ক্র. নং	কর্মকর্তাদের নাম, বিপি ও কর্মস্থল	প্রাপ্ত পুলিশ পদক	
		পদকের নাম	প্রাপ্তির সাল
১.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার), বিপি-৭৫০১১১১১৫৫, ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ হতে নৌ পুলিশ, ঢাকায় সংযুক্ত।	পিপিএম-সেবা	২০১২
		বিপিএম-সেবা	২০১৩
		পিপিএম-সেবা	২০১৫
		বিপিএম-সেবা	২০১৮
২.	জনাব কাজী মনিরুজ্জামান, পিপিএম-সেবা, বিপি-৭৬০৬১১৯৬৫৬, পুলিশ সুপার, রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, রংপুর (সংযুক্ত)।	পিপিএম-সেবা	২০২২
৩.	জনাব রাজীব দাস, পিপিএম-সেবা, বিপি-৭৯১০১২৬৭৬৭, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।	পিপিএম-সেবা	২০২২
৪.	জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা, বিপি-৮০১০১২৬৮৮৮, পুলিশ সুপার, রেঞ্জ কার্যালয়, বরিশাল (সংযুক্ত)।	বিপিএম-সেবা	২০১৭
৫.	জনাব মোঃ হাফিজ আল-ফারুক, পিপিএম-সেবা, বিপি-৮৫১১১৪২৫৪০, পুলিশ সুপার (সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার), বিপিএ, সারদা।	পিপিএম-সেবা	২০২০
৬.	জনাব জুয়েল চাকমা, পিপিএম-সেবা, বিপি-৮৭১৪১৬৬৩২১, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, র‍্যাব-১৪, ময়মনসিংহ।	পিপিএম-সেবা	২০১৯
৭.	জনাব মোঃ জুলহাজ উদ্দীন, বিপিএম (বার), পিপিএম, বিপি-৮৪১৩১৫৪৫৬৯, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সাবেক ৭ এপিবিএন (বর্তমানে ১৩ এপিবিএন)।	বিপিএম	২০১৭
		পিপিএম	২০১৯
		বিপিএম-সেবা	২০২৩

০২। পদক প্রত্যাহারকৃত পুলিশ সদস্যদের অনুকূলে পদক সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধাদি বন্ধ করা হলো এবং ইতঃপূর্বে পদক সংক্রান্ত গৃহীত যাবতীয় অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তৌছিফ আহমেদ
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪৩২/১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৭.২৭.০২২.২৫-২৮৬**—যেহেতু, জনাব আলী আহমদ খান (বিপি-৭৬০৩০৭৩৮০২), বর্তমানে অ্যাডিশনাল ডিআইজি, এপিবিএন, পার্বত্য জেলাসমূহের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি ইতঃপূর্বে অধিনায়ক (অ্যাডিশনাল ডিআইজি), ০২ এপিবিএন, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তার অধীনস্থ পুলিশ সদস্যদের মধ্যে পারিবারিক রেশন, কনজিউম ফ্রেশমানি, অর্থ পুরস্কার যথাযথভাবে প্রদান না করা, নায়েক/২৯২৮ রুহুল আমিনকে এমটি শাখা হতে ১ মাসে ০৩ (তিন) বার বদলি করা, পূর্বের ইউনিট হতে কতিপয় পুলিশ সদস্যদের নিজ ইউনিটে নিয়ে আসার পর তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং কল্যাণ সভার আয়োজন না করায় বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ফোর্সের সাথে তার পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া না হওয়া ও তদারকি না করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ২০/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শানো হয়। পরবর্তীতে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ০৩-০৯-২০২৫ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, শুনানিকালে বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ, উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদিসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি তার অধীনে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের পারিবারিক রেশন, কনজিউম ফ্রেশমানি, অর্থ পুরস্কার যথাযথ নিয়ম অনুসারে প্রদান করেন। তিনি তার ইউনিটে নিয়মিত কল্যাণ সভার আয়োজন করেন এবং কোনো পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ/অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুতরাং বিভাগীয় মামলার গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের প্রমাণ পাওয়া যায়নি;

০৩। সেহেতু, জনাব আলী আহমদ খান (বিপি-৭৬০৩০৭৩৮০২), বর্তমানে অ্যাডিশনাল ডিআইজি, এপিবিএন, পার্বত্য জেলাসমূহের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে অধিকতর দায়িত্বশীলতার সাথে কর্তব্য পালনের নির্দেশনা প্রদানপূর্বক সতর্ক করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪৩২/১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৫০.২০২৫-৫৩১**—যেহেতু, জনাব মোঃ মানিকুল ইসলাম (বিপি-৭৮০৪০৯৯১৩৭) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) বর্তমানে ঠাকুরগাঁও জেলা হতে সাময়িক বরখাস্ত বরিশাল রেঞ্জ, ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত। অভিযুক্ত গত ১৮-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানা এলাকায় মাইক্রোবাসে অভিযুক্তের স্ত্রী ডাঃ শাহানারা ইয়াসমিন বীনা এর সাথে অশোভন আচরণ করেন। ফলে স্থানীয় জনগণ মাইক্রোবাসসহ অভিযুক্তকে আটক করে স্থানীয় থানায় অবগত করেন এবং অভিযুক্তদেরকে থানায় নিয়ে আসেন। অফিসার ইনচার্জ, নবীগঞ্জ থানা অভিযুক্তকে ও অভিযুক্তের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ভবিষ্যতে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করবেন না মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া এবং ঘটনার বিষয়ে কোনো প্রকার অভিযোগ না থাকায় অভিযুক্ত স্ত্রীসহ অভিযুক্তের শ্বশুরালয়ে গমন করেন। অভিযুক্ত প্রকাশ্য দিবালোকে অভিযুক্তের স্ত্রীর সাথে অশোভন আচরণ এবং উদ্ভূত ঘটনার বিষয়ে অনুতপ্ত হয়ে অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেন, যা অসদাচরণের শামিল। এছাড়াও তিনি মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত ইউআইটিএস বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহীতে রাত্রীকালীন প্রফেশনাল এমবিএ কোর্সে ভর্তি হন। উক্ত কোর্সের ৪৮ তম ব্যাচে ২০১১ সালে সিজিপিএ ৩.১১ গ্রেড প্রাপ্ত হয়ে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু অভিযুক্ত এ কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করার পূর্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করেননি, যা অভিযুক্ত তার আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক বক্তব্যে উল্লেখ করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে এমবিএ কোর্সে ভর্তি এবং সনদ অর্জন করার বিষয়টি বিভাগীয় নিয়ম শৃঙ্খলার পরিপন্থি তথা অসদাচরণের শামিল। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি-৪(৩)(ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২৭-০৮-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৪। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ মানিকুল ইসলাম (বিপি-৭৮০৪০৯৯১৩৭) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) বর্তমানে ঠাকুরগাঁও জেলা হতে সাময়িক বরখাস্ত বরিশাল রেঞ্জ, ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত কে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি-৪(৩)(ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য , শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ আশ্বিন, ১৪৩২/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১০৪.২৩-২৫২**—যেহেতু, জনাব নাজিয়া হায়দার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আইইএম ইউনিটে তথ্য কর্মকর্তা পদে পদায়নকৃত, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ২০-০৩-২০২৩ তারিখর ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১০৪.২৩-৭৯ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন ও তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

০৪। যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে কেন **'চাকরি হতে বরখাস্ত'** করা হবেনা মর্মে ১৫-০৯-২০২৪ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১০৪.২৩-২০৬ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

০৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। তিনি অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে **'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ'** দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

০৬। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পিএসসি) চাকরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

০৭। যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে **'চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)'** দণ্ড প্রদানের প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেছেন;

০৮। সেহেতু, 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব নাজিয়া হায়দার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আইইএম ইউনিটে তথ্য কর্মকর্তা পদে পদায়নকৃত, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে **'চাকরি হতে বরখাস্ত'** দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: মাহবুব আলম
অতিরিক্ত সচিব (সচিবের রুটিন দায়িত্বে)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মাদক-১ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ২৭ ভাদ্র ১৪৩২/১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৫৮.০০.০০০০.০৬১.১৯.০০৫.১৯ (অংশ-১)-১৭৬**—বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের ১৪-০৮-২০২৫ তারিখে ৮০.০০.০০০০.০০০.১০৬.১২.০১২-২৫-৩০২ সংখ্যক স্মারকমূলে সুপারিশকৃত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদে পরিদর্শকগণের জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ মোতাবেক বেতন গ্রেড টাঃ ১২৫০০—৩০২৩০ (গ্রেড-১১) হতে টাঃ ১৬০০০—৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)- এ উন্নীতকরণ করা হলো:

ক্রমিক নং	জ্যেষ্ঠ্যতার তালিকায় ক্রমিক নম্বর	নাম ও পরিচিতি নম্বর	উন্নীতকরণকৃত পদের নাম
০১	০৯	এস.এম এলতাস উদ্দিন (২৩১১৮)	পরিদর্শক

০২। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-১২ শাখার ১১-০৩-২০১৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৬১.১২.০৩৯.১০(ক)-৯৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-৫ শাখার ০৪-০৮-২০১৪ তারিখের ০৭.১৫৫.০১৫.৪৪.০৬.৩৪.০৯-৩০৯ ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন-১ অধিশাখার ২৯-০৪-২০১৫ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.৪৪.০০৩.১২-৮৫ সংখ্যক পত্রে সম্মতি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২০-০৯-২০১৫ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০২৪.১৫.-২৭৪ সংখ্যক স্মারকের সুপারিশ রয়েছে।

০৩। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৯-০৫-২০১৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০২২.০০১.০০২.২০১৪-৬৬ সংখ্যক স্মারকমূলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পরিদর্শক পদের বেতন স্কেল ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদে (১০ম গ্রেডে) উন্নীতকরণের প্রশাসনিক মঞ্জুরি আদেশ (জি, ও) জারি করা হয়।

০৪। যথাযথ কর্তৃক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ প্রশাসনিক মঞ্জুর আদেশ জারির তারিখ অর্থাৎ ১৯-০৫-২০১৬ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর হবে।

মোঃ মাহবুব আলম
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ০১ আশ্বিন ১৪৩২/১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **বিচার-৭/২ এন-৫২/২০০৪(অংশ-২)-২০১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, জন্ম তারিখ : ০১-০৩-১৯৭৭ খ্রি., পিতা-মোঃ সুলতান উদ্দিন, মাতা-মোছাঃ হাফিজা বেগম, গ্রাম: উত্তরা শশী (ফতুল পাড়া), ওয়ার্ড নং-০৩, ডাকঘর: পঞ্চপুকুর, উপজেলা: নীলফামারী সদর, জেলা: নীলফামারী এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার ০৮ নং পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্বাস উদ্দীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-৪০২**—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ধারা ১১(১)(ক) অনুযায়ী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক-এর পরিচালনা বোর্ডে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, যুগ্মসচিব-কে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছর অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে চাকুরিকালীন (যেটি পূর্বে ঘটে) মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হল।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ শাখা
শোকবার্তা

তারিখ: ০৩ আশ্বিন ১৪৩২/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৫.০৫৪.১৩.৬৯৭—মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় মৎস্য অফিসের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দীন শেখ গত ১৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় বরিশালস্থ রাহাত আনোয়ার হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

০২। জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দীন শেখ কুষ্টিয়া জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ০১ মার্চ ১৯৬৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পদে চাকরিতে প্রথম যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন দপ্তরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন করেন।

০৩। জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দীন শেখ তাঁর চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ০১ (এক) ছেলে, ০১ (এক) কন্যা, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। আমরা জনাব মোঃ আলফাজ উদ্দীন শেখ এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি গভির সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ আশ্বিন ১৪৩২/১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮২৭.০১০.২৩-৩৭৬**—যেহেতু, জনাব লিটন মল্লিক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-১৫, মিরপুর, ঢাকা, (বর্তমানে খাগড়াছড়ি গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ) গত ২১-০৫-২০২৩ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এবং বিভিন্ন জনের কাছ থেকে চাকুরি দেওয়ার নামে অর্থ গ্রহণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ০২/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২০-১১-২০২৩ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন। গত ২২-০৮-২০২৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০২। যেহেতু, বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে ২৩-০৯-২০২৪ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত জনাব লিটন মল্লিক, সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-১৫, ঢাকা (বর্তমানে খাগড়াছড়ি গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) মোতাবেক আনীত 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত নয়, কিন্তু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। ফলে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব লিটন মল্লিককে ২৩-০৭-২০২৫ তারিখ প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তার ই-মেইলেও নোটিশটি প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোনো জবাব দাখিল করেননি;

০৩। যেহেতু, জনাব লিটন মল্লিক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), খাগড়াছড়ি গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, খাগড়াছড়ি গত ০৫-০৮-২০২৪ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। জনাব লিটন মল্লিক এর বিরুদ্ধে চেক ডিজঅনার মামলায় যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ১ম আদালত, খুলনা কর্তৃক কারাদণ্ডের আদেশ প্রদানের তারিখ ০৪-০৩-২০২৫ হতে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৯(২) অনুযায়ী তাকে সরকারি চাকুরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে;

০৪। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথিপত্র, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব লিটন মল্লিককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব লিটন মল্লিক, সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-১৫, মিরপুর, ঢাকা ও বর্তমানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), খাগড়াছড়ি গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, খাগড়াছড়ি এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

০৫। সেহেতু, জনাব লিটন মল্লিক, সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) (সাময়িক বরখাস্তকৃত) গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-১৫, মিরপুর, ঢাকা ও বর্তমানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), খাগড়াছড়ি গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, খাগড়াছড়ি এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পার-৩ শাখা

আদেশ

তারিখ: ৭ আশ্বিন ১৪৩২/২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৫.০০.০০০০.১৪৯.২৭.০০২.২৫-৭৫২/১(১০)**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আবুল কাশেম (১২৪৫৮৭), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, পঞ্চগড় কর্তৃক রোগীর আত্মীয়ের সাথে অপেশাদারসুলভ আচরণ, অশ্লীল কথাবার্তা ও দুর্ব্যবহার করেন যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে;

যেহেতু, তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য;

যেহেতু, তার এহেন অপেশাদার আচরণের জন্য তাকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ১২(১) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোশ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

মোঃ সাইদুর রহমান
সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩২/০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **১৫.০০.০০০০.০২০.০৪.০০১.২৫-২২৮**—জনাব কে এম শাখাওয়াত মুন, পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ), প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর বিরুদ্ধে আনীত অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-এর চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ৩৯(১) অনুযায়ী সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা ফারজানা
সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ আশ্বিন ১৪৩২/২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিষয় : হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের শূন্য পদে ০১ (এক) জন ট্রাস্টির মনোনয়ন।

নং **১৬.০০.০০০০.০২৭.১১.০০১.২০-১৮৮**—উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৩-১১-২০২৪ তারিখের ১৬.০০.০০০০.২৭.১১.০০১.২৩.১৫০ নং প্রজ্ঞাপনমূলে ২৫ (পঁচিশ) সদস্য বিশিষ্ট হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী নিতাই চন্দ্র ঘোষ, পিতা-সন্তোষ চন্দ্র ঘোষ, ১১১, বনগ্রাম, সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ এর মৃত্যুজনিত কারণে জনাব নিবাস চন্দ্র মাঝি, পিতা-মৃত শ্রী কৃষ্ণ মাঝি, গ্রাম-হাইমচর, ডাকঘর-হাইমচর, জেলা-চাঁদপুর-কে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত ট্রাস্টি হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

০২। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

হাসনে বানু
সহকারী সচিব।